⑥

What do you understand by the Feudal Order? Discuss the various attributes of feudalism with reference to the debate on the Origin of feudalism?

নবম ও দশম শতকে ইউরোপের কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়লে সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। ভূমি নির্ভর অভিজাত ও সংগ্রামী ক্ষমতালোভীরা সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের পরিবর্তে – একধরনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, যার নাম হল সামন্ততন্ত্র। সামাজিক এক পরিবর্তের ফলে পশ্চিম ইউরোপে দেখা দিয়েছিল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। কৃষিগত উদ্বৃত্ত পর্যাপ্ত না হওয়ার দরুন আগের মত কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার তুলনায় আঞ্চলিক শাসনকর্তা বা সামরিক নেতৃবর্গ অনেক বেশী উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়। ফলে আগে যেটা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার স্থানকেন্দ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাই মূল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এই স্থানকেন্দ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কেন্দ্রে থাকতেন Feudal Lord বা সামন্তপ্রভু। এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে এমন সামন্তবর্গ (vassals) সামন্ত তাঁর প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে প্রভুর হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার অঙ্গীকার করতেন, পরিবর্তে সামন্তপ্রভু তার অনুগত সামন্তের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতেন, এবং সামন্তের প্রতিশ্রুত সামরিক দায়িত্ব পালনের জন্য আর্থিক সংস্থান হিসেবে কোনো ভূমিখণ্ড (fief) প্রদান করতেন। সামন্তপ্রভু এবং সামন্তের পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা অর্থাৎ vassalage এবং তার সাথে সম্পর্কিত ভূমিখণ্ডের উপর আর্থরাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (fiefdom) – এই দুটির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

সামন্ততন্ত্রের উৎস বিষয়ক বিতর্ক রয়েছে। [illegible] বেলজিয়ান ঐতিহাসিক হেনরী পিরেন এর ১৯22 সালে লিখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Muhammad & Charlemagne" এবং পরবর্তীকালে 'Medieval Cities' নামক গ্রন্থে সামন্ততন্ত্রের

উদ্ভব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। পিরেন অষ্টম শতাব্দীকে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের সময় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পিরেনের মতে - পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও রোমান নগর সভ্যতা ভেঙে পড়েনি। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রোমান নগর সভ্যতা প্রায় তিনশতক টিকে ছিল। এসময় পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের যোগাযোগ বজায় রেখে পশ্চিম ইউরোপে বিস্তার লাভে রোমান প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে ভূমধ্যসাগর একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সপ্তম শতকের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব দক্ষিণ এবং পশ্চিম উপকূলে ইসলামের আবির্ভাব এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে ইউরোপীয় সমুদ্র বাণিজ্য সংকটগ্রস্ত হয় এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে ইসলামের আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়ে। পিরেনের মতে রোমান আমলে যা ছিল ইউরোপীয় ঐক্যবোধ তা অষ্টম শতকে পরিণত হয় "মুসলমান হ্রদে"।

পিরেনের মতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামের অপ্রতিহত আক্রমণে ইউরোপে দেখা দেয় "বদ্ধদ্বার অর্থনীতি বা economy of no outlet". পশ্চিম ইউরোপে কৃষি হল জীবনধারণের একমাত্র মাধ্যম এবং সমাজের একমাত্র মূলধন হয়ে দাঁড়ায়। অস্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে স্থাবর সম্পত্তিই মানুষের মূল মাপকাঠিতে পরিণত হয়, পশ্চিম ইউরোপে নগর সভ্যতার পরিবর্তে দেখা দেয় কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, পিরেনের মতে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ভাঙন এবং ভূমির অধিকারের ভিত্তিতে উদ্ভূত সমস্যাবলী আঞ্চলিক ভূস্বামীর উদ্ভব - এই ছিল সামন্ততন্ত্রের মূল প্রকৃতি। নবম শতাব্দীর গোড়ায় উদ্ভূত এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল কৃষি জমির উপর আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার তাগিদ, যা ছিল অষ্টম শতাব্দীতে ইউরোপীয় অর্থনীতির কৃষিভিত্তিক হওয়ার পরিণাম মাত্র। - তাই পিরেনের বক্তব্য হল - মহম্মদ না থাকলে শার্লেমানকে কল্পনা করা যেত না। "Charlemagne would have been inconceivable without Muhammad"।

আলফন্স ডপস্ মনে করেন পশ্চিম ইউরোপে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য এবং নগর সভ্যতার পতন অষ্টম শতাব্দীতে হয়নি। হয়েছিল নবম শতাব্দীর ২য় অর্ধে। তাঁর মতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে রোমান নগর সভ্যতা এবং ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য টিকে থাকলেও তা ক্রমশ প্রায় লোপ পেতে থাকে। এর একটি বড় কারণ বাণিজ্যের কেন্দ্র রোমান

নগর ছেড়ে বর্বর-উপজাতীয় রাজ্যগুলির দরবারে স্থানান্তরিত হলে নাগরিকদের গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। ডপশের মতে এই দুর্বল হতে থাকা পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতন ঘটে নবম শতাব্দীর ২য় অর্ধে। ডপশের মতে শুধু আরব আক্রমণ নয়, নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে নর্সম্যানদের উপর্যুপরি আক্রমণে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়, অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে এবং জন্ম নেয় সামন্ততন্ত্র।

ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ তাঁর Feudal society তে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে একটি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ব্লখের মতে নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এবং ৮৪৩ খ্রী: ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্য ভার্দুনের চুক্তি অনুসারে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৈদেশিক আক্রমণের সামনে তা একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্লখের মতে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের বিভাজনের ফলে পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কার্যত অনুপস্থিত হয়ে পড়ে এবং পশ্চিম ইউরোপের এই নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে এগিয়ে আসে আঞ্চলিক সামরিক নেতৃবর্গ এবং ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়। এঁরা নিজেদের উদ্যোগে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই প্রক্রিয়ায় দুটি বিশেষ কাঠামো তাদের সহায় হয়ে দাঁড়ায় – 'Vassalage' এবং 'fief'। আঞ্চলিক নেতৃবর্গ হয়ে দাঁড়ায় সামন্তপ্রভু (feudal lord)। সামন্তপ্রভু এবং সামন্তের মধ্যে সুরক্ষা এবং আনুগত্যের এই বিশেষ বন্ধনকে ব্লখ বলেন 'Vassalage'। এবং এর মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয় যোদ্ধা সম্প্রদায়ের (knight)। অনুগত সামন্ত তার প্রভুর জন্য যুদ্ধে সওয়ার অশ্বারোহী প্রদান করত এবং বিনিময়ে প্রভু তার অধীনস্থ সামন্তদের জন্য fief বা ভূমিখণ্ড প্রদান করতেন। যাকে ব্লখ fiefdom আখ্যা দেন।

এ প্রসঙ্গে ব্লখ বিস্তারিত ভাবে ম্যানোরিয়াল অর্থনীতির উপর আলোকপাত করেছেন। ব্লখের মতে 'Manorialism' হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে ম্যানরের অন্তর্গত সমস্ত ভূমিদাস কৃষকদের উপর সামন্তপ্রভুর একচেটিয়া আধিপত্য বর্তমান। ব্লখ ম্যানর প্রথাকে সামন্ততন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে মনে

Scanned with CamScanner

করেন। ব্লক স্বীকার করে নেন Manorialism হল সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি। মার্ক ব্লক এই মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজকে সামন্তসমাজ (feudal society) বলে আখ্যা দিয়েছেন — যেখানে সামন্তসমাজ হল কাঠামো সামন্ততন্ত্র এবং ম্যানোরিয়ালিজম এর সোপান। /

গ্যানশফ সামন্ততন্ত্রের আলোচনায় ব্লকের মত সামন্ত সমাজের আলোচনার পক্ষপাতি নন। তাঁর কাছে সামন্ততন্ত্র ছিল fief এবং vassalage এর যৌথ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট এক সামরিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। নবম-দশম শতকের পশ্চিম ইউরোপে গ্যানশফের দৃষ্টিতে fief এবং vassalage এতটাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল যে তিনি মনে করতেন সামন্ততন্ত্রের মূলে কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতি, আঞ্চলিক শক্তির দ্বারা কেন্দ্রীয় শক্তির কার্যসম্পাদনের কোনো অনিবার্য যোগ নেই। অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যেও fief এবং vassalage এর যৌথ প্রক্রিয়ায় সামন্ততন্ত্রের উপস্থিতি সম্ভব।

১৯৫০ এর দশকে জর্জ দ্যুবি ওপরা ব্লক এবং গ্যানশফের তৈরী সামন্ততন্ত্র বিষয়ক মতামতকে বড় চ্যালেঞ্জ জানান। জর্জ দ্যুবি সামন্ততন্ত্রকে অর্থনীতি বা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এক করে দেখতে নারাজ ছিলেন। ব্লক এবং গ্যানশফ fief এবং vassalage কে সামন্ততন্ত্রের ভরকেন্দ্র বলে মনে করতেন - দ্যুবি তা করতেন না। দ্যুবির মতে সামন্ততন্ত্র নিছক fief vassalage সম্বলিত কোনো সামরিক রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না, সামন্ততন্ত্র ছিল প্রকৃতপক্ষে এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে শাসন এবং বিচার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন হবার পরিবর্তে ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীন (Private institution instead of public institution) হয়ে পড়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক আইন যা এ ধরনের ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জারি করা হত। অর্থাৎ দ্যুবির পূর্বসূরীরা যাকে সামন্ততন্ত্রের পরিণাম হিসাবে দেখতেন, দ্যুবি সেই সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সামন্ততন্ত্রের ভরকেন্দ্র নির্দেশ করেন।

দ্যুবি দেখিয়েছেন ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের পতনের পরও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দশম শতকেও পুরোমাত্রায়

Scanned with CamScanner

ক্রমশ ক্ষয়ে চলেছিল। আঞ্চলিক নিরাপত্তার ভার সামরিক নেতার হাতে চলে গেলেও বিচারব্যবস্থাগত অধিকার ক্যারোলিঞ্জিয় প্রশাসনিক বিভাগের অনুগত থেকে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ম্যানোরিয়াল অর্থনীতির আবির্ভাবের ফলে সামন্তপ্রভুরা শাসন এবং বিচার সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ করতে থাকেন, ডুবির মতে কেন্দ্রীয় শাসনের এই অবক্ষয়ই এবং সামন্তপ্রভুর পূর্ণ ক্ষমতা অধিকারই ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ এবং সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাত হয় এই সময় থেকেই, সুতরাং ডুবির মতে ৯৮০-১০৩০ খ্রীষ্টাব্দই ছিল সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাতের সময়।